SYLLABUS – 2024- 2025

CLASS – **X**

SUBJECT – **SOCIAL SCIENCE**

[HISTORY(20)/ POLITICAL SCIENCE (20)/ GEOGRAPHY (20)/ ECONOMICS (20)]

Total Marks – 80 **Internal Assessment - 20**

COURSE STRUCTURE

(HISTORY)- 20

FOR PRE- BOARD AND BOARD FINAL EXAMINATION 2024-2025

Full Marks: 20

Sl No	Theme Title/ Chapter	Periods
1	**Section 1: Events and Processes.** **The Rise of Nationalism in Europe:** **ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব** The French Revolution and the Idea of the Nation The Making of Nationalism in Europe. The Age of Revolutions: 1830-1848 The Making of Germany and Italy. Visualizing the Nation. Nationalism and Imperialism.	20
2	**Nationalism in India** ভারতে জাতীয়তাবাদ The First World War, Khilafat and Non- Cooperation. Different Strands within the Movement Towards Civil Disobedience. The Sense of Collective Belonging.	20
3	**History of Tripura** ত্রিপুরার ইতিহাস Inclusion of the Princely State of Tripura to India in the Post-Independence Period. a) Rule of Maharaj Bir Bikram Kishore Manikya. b) Rule of Council of Regency in Tripura. c) Conspiracy to merge Tripura with Pakistan. d) The initiative of the People of Tripura on the question of Indian inclusion. e) Role of Government of India on Tripura’s inclusion to India. f) Consent of Maharani and accession of Tripura to India.	10

4	**Section 2: Livelihoods, Economics and Societies.** **জীবিকা, অর্থনীতি এবং সমাজ** The Making of a Global World. The-Modern World. The Nineteenth Century (1815-1914) The Inter War Economy Rebuilding a World Economy: The Post War Era.	02
5	**The Age of Industrialization** শিল্পায়নের যুগ Before the Industrial Revolution Hand Labour and Steam Power Industrialization in the colonies. Factories come up. The Perculiarities of Industrial Growth. Market of Goods.	02

CLASS- X

SUB- HISTORY

PRE- BOARD/ BOARD FINAL EXAMINATION 2024-2025
BLUE-PRINT OF DISTRIBUTION OF MARKS

Sl No.	Theme/ Chapter No.	MCQ (1 Mark)	VSA (1 Mark)	SA (2 Marks)	LA (4 Marks)	MAP (1 Mark)	Total Marks
1	Rise of Nationalism in Europe ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব	1x1	1x2=2	2x1	-	-	05
2	A. Nationalism in India ক) ভারতে জাতীয়তাবাদ	1x1	1x1=1	-	4x1	1x2	08
3	B. History of Tripura খ) ত্রিপুরার ইতিহাস	1x1	-	2x1	-	-	03
4	The Making of Global World ভূমন্ডলীয় বিশ্বের সৃষ্টি	-	-	2x1	-	-	02
5	The Age of Industrialization শিল্পায়নের যুগ	1x1	1x1	-	-	-	02
Total Questions		**4**	**4**	**3**	**1**	**2**	**14/20**

N.B.- For MCQ- Answer to each question in one word.
For 1 Mark- Answer to each question in one complete sentence.

HALF YEARLY EXAMINATION: 2024-2025
BLUE-PRINT OF DISTRIBUTION OF MARKS

Units	Contents	MCQ (1 Mark)	VSA (1 Mark)	SA- I (2 Marks)	SA- II (3 Marks)	LA (4 Marks)	Map Pointing	Total Marks
1	The Rise of Nationalism in Europe ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব	1x2	1x3	2x1	-	-	-	07
2	Nationalism of India ভারতে জাতীয়তাবাদ	1x2	1x2	-	-	4x1	0.5x4=2	10
3	History of Tripura ত্রিপুরার ইতিহাস	1x1	-	2x1	-	-	-	03
Total		**1x5**	**1x5**	**2x2**	**-**	**4x1**	**0.5x4**	**20**

HISTORY OF TRIPURA

Marks 03

Section 1.3: Inclusion of the Princely State of Tripura to India in the Post- Independence Period

* Rule of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya

* Rule of Council of Regency in Tripura

* Conspiracy to get Tripura merged with Pakistan

* The Initiative of the People of Tripura on the question of merging with India

* Role of Government of India on Tripura's inclusion in India

* Consent of Maharani and accession of Tripura to India

ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের অষ্টলক্ষীর অন্যতম একটি রাজ্য যার আয়তন মাত্র ১০,৪৯১-৬৯ বর্গ কিমি; লোকসংখ্যা ৪১,৮৪,৯৫১ (Estimated, ২০২৩) এটি ভারতের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। ত্রিপুরা উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ এবং এর পূর্বদিকে ভারতের অপর দুটি রাজ্য- আসাম ও মিজোরাম দ্বারা পরিবেষ্টিত। আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী যার লোকসংখ্যা ৬,৩৪,০০০ (Estimated, ২০২৩)। রাজ্যের সরকারী ভাষা তিনটি বাংলা, ইংরেজী ও ককবরক। বাংলার সুলতানি শাসনামলে ত্রিপুরা ছিল বাংলার একটি করদ রাজ্য। ব্রিটীশ আমলে ত্রিপুরা ছিল ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অধীনতামূলক মিত্ররাজ্য। ১৯৪৯ সালের ১৫ ই অক্টোবর ভারত সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে ত্রিপুরার শাসনভার গ্রহণ করে। রাজমালা, ত্রিপুরা রাজার chronicle, অনুযায়ী ভারতভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ১৮৪ জন রাজা ত্রিপুরা শাসন করেছিলেন।

বর্তমানে রাজ্যে আটটি জেলা, ২৩টি মহকুমা, ৫৮টি ব্লক, ৫৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েত, আটটি জিলা পরিষদ, ছয়টি নগর পঞ্চায়েত, ১৩টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও একটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন রয়েছে।

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি

ত্রিপুরার পৌরানিক মহারাজা ত্রিপুর-এর নাম হতে 'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। ত্রিপুর ছিলেন যযাতির বংশধর দুহের ৩৯তম উত্তর পুরুষ। অন্য একটি মতে, পুরানে উল্লেখিত দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা- 'ত্রিপুরাসুন্দরী' হতে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি। তৃতীয় একটি মতানুসারে স্থানীয় ককবরক শব্দ তৈপ্রা বা তুইপ্রা হতে ত্রিপুরা শব্দের

উৎপত্তি হয়েছে ককবরক ভাষার 'তৈ' বা 'তুই' শব্দের অর্থ হল জল, আর 'প্রা' হল 'নিকটে। তৈপ্রা বা তুইপ্রা (জলের নিকটবর্তীস্থান) থেকে ধীরে ধীরে তেপ্রা, তিপ্রা তথা 'ত্রিপুরা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ

ত্রিপুরার রাজাদের আদিতে পদবী ছিল 'ফা'। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিপুরার রাজা রত্নফা গৌড়ের সুলতানকে একটি অতি মূল্যবান মানিক দিয়ে 'মানিক্য' উপাধি গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় রত্নমানিক্য। রত্নমানিক্য প্রথম ত্রিপুরায় মুদ্রা প্রচলন করেন। ত্রিপুরায় আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন বীরচন্দ্র মানিক্য। ত্রিপুরার বিখ্যাত রাজারা হলেন:

রত্নফা তথা রত্নমানিক্য
ধর্মমানিক্য (১৪৫৮- ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ)
ধন্য মানিক্য (১৪৯০-১৫২০ খৃষ্টাব্দ)
বিজয় মানিক্য (১৫৩২– ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ)
অমর মানিক্য (১৫৭৭ -১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ)
গোবিন্দ মানিক্য (১৬৬০- ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দ)
কৃষ্ণ মানিক্য (১৭৬০- ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ)
কৃষ্ণকিশোর মানিক্য (১৮৩০– ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ)
ঈশানচন্দ্র মানিক্য (১৮৫০ - ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ)
বীরচন্দ্র মানিক্য (১৮৬২-১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ)
রাধাকিশোর মানিক্য (১৮৯৬-১৯০৯ খৃষ্টাব্দ)
বীরেন্দ্রকিশোর মানিক্য (১৯০৯-১৯২৩ খৃষ্টাব্দ)
বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য (১৯২৩-১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ)

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের শাসনকাল (১৯২৩-১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ)

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৬ বছর বয়সে বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জানুয়ারী শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী মহাসমারোহে বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য রাজ্যের শাসনভার হাতে নিয়েই গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে তিনি শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রণাসভা, ব্যবস্থাপকসভা ও মন্ত্রীপরিষদ- এই তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন। গ্রামের জনসাধারণকে শাসন ক্ষমতার শরিক করার জন্য তিনি 'গ্রামমণ্ডল' গঠন করেছিলেন। প্রশাসন পরিচালনার জন্য দক্ষ অফিসার নিয়োগের লক্ষ্কে বীরবিক্রম কিশোর রাজ্যে প্রথম 'সিভিল সার্ভিস ক্যাডার' গড়ে তোলেন। তিনি 'বিদ্যাপত্তন' নামক একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে আগরতলার বর্তমান কলেজ টিলায় একটি নতুন ধরণের বিদ্যালয় কমপ্লেক্স স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে সাধারণ বিষয় সমূহের পঠন-পাঠন ছাড়াও কারিগরী, ডাক্তারী, কৃষি, শিল্পকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের নির্মাণ কার্য উনার জীবদ্দশায় আরম্ভ হয়েছিল। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর বহুমুখী প্রতিভার

অধিকারি ছিলেন। তিনি সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। সংগীত ও নাটক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'চাঁদ কুমুদিনী' ও 'শ্রীরাধাকৃষেণর লীলাবিলাস' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য এবং ত্রিপুরার ভারতভুক্তি

ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে স্বাধীনতা লাভের পর ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যোগ দেবে। এই লক্ষ্যে তিনি ১৯৪৭ সালের ২৮ শে এপ্রিল তাঁর মন্ত্রী গিরিজাশঙ্কর গুহকে রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে ভারতের সংবিধান সভা অর্থাৎ গণপরিষদে প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ভারতের স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পূর্বেই তিনি ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি কিছুটা পিছিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবী ত্রিপুরার পক্ষে ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন এবং ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারত যুক্তরাজ্যে যোগদান করে।

ত্রিপুরায় 'কাউন্সিল অব রিজেন্সী' গঠন

১৯৪৭ সালের ১৭ মে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র কিরীটবিক্রম কিশোর ত্রিপুরার রাজা হন এবং চাকলা রোশনাবাদ জমিদারির মালিক হন। [চাকলা রোশনাবাদ বলতে পশ্চিম ত্রিপুরার ৫৫৫ বর্গ কিমি সমতল জায়গা যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত বুঝায়] কিরিটবিক্রম কিশোর তখন নাবালক থাকায় তৎকালীন ব্রিটীশ গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রিপুরার শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য চার সদস্যক একটি 'কাউন্সিল অব রিজেন্সী' বা রাজপ্রতিনিধি পরিষদ গঠন করা হয়–

১। মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী – সভাপতি
২। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মন – সহ–সভাপতি
৩। মেজর বঙ্কিমবিহারী দেববর্মন – সদস্য
৪। সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় – সদস্য

'কাউন্সিল অব রিজেন্সী' কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার সাত দিনের মধ্যেই ব্রিটীশ সরকার ভারতীয় ডমিনিয়নের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে অর্থাৎ ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্ট। সমগ্র ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরারাজ্যও এইদিনটি যথাযাগ্য মর্যদার সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করে।

ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র

ভারতের স্বাধীনতা লাভের কয়েকদিনের মধ্যেই কুমিল্লা ও ফেনী অঞ্চলের কিছুসংখ্যক মুসলিম লীগ সদস্য ত্রিপুরারাজ্যকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই সময় পাকিস্তান কুমিল্লা ন্যাশনাল গার্ড ও ত্রিপুরার কতিপয় ব্যক্তির সহায়তায় ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমনের পরিকল্পনা করে। যদিচ তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী এইরূপ কোন পাকিস্তানি পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন।

ভারতভুক্তির প্রশ্নে ত্রিপুরাবাসীর উদ্যোগ

ত্রিপুরার অধিকাংশ অধিবাসী ত্রিপুরার পাকিস্তানভুক্তির বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়। ১৯৪৬ সালে গঠিত ত্রিপুরার রাজনৈতিক সমিতি 'ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল' পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে। এই সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আসাম প্রদেশের গভর্নরের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেন, ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে এই সময় সেক্রেটারী উমেশ সিং সহ, সুখময় সেনগুপ্ত ও অনিল চক্রবর্তী ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য জে.বি.কৃপালনী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি ও ত্রিপুরার ভারতভুক্তির বিষয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এদিকে আগরতলার চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি প্রভাত রায়, জয়সিংহ দেববর্মা, কালুচন্দ ও প্রফুল্ল রায় শিলং-এ অবস্থানরত মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র বিষয়ে অবহিত করেন।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির প্রশ্নে ভারত সরকারের ভূমিকা

তখন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। মহারানী কাঞ্চনপ্রভাদেবী পাকিস্তানের ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণের কথা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে জানান। প্যাটেল উক্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য মহারানীকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানান। মহারানী দিল্লীতে পৌঁছে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

ইতিপূর্বে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর কুমিল্লার মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনা অবহিত হয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু পাকিস্তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীর উৎকন্ঠা প্রকাশ করেন। ৪ঠা নভেম্বর তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা উপপ্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। ইতিপূর্বে তিনি আসাম সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করেন এবং পাকিস্তান সরকারকে টেলিগ্রাম মারফৎ সতর্ক করে দেন। তাছাড়া পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য ভারত সরকার আসাম থেকে উপযুক্ত

সৈনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ত্রিপুরায় প্রেরণ করে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান পিছু হটতে বাধ্য হয়। এইভাবে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

মহারানীর সম্মতি ও ত্রিপুরার ভারতভুক্তি

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়ান হয়ে আসেন। ইতিপূর্বে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয় এবং মন্ত্রী মহারাজকুমার দুর্জয়কিশোর দেববর্মনকে কিছুদিনের জন্য রাজ্যান্তর করা হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী 'কাউন্সিল অব রিজেন্সি' ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ঐ দিনই মহারানী কাঞ্চনপ্রভাদেবী একক রিজেন্ট বা রাজপ্রতিনিধিরূপে ত্রিপুরা প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেওয়ান নামে পরিচিত হয়। মহারানীকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য যথাক্রমে অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ আচার্য এবং রঞ্জিৎকুমার রায় ভারত সরকার কর্তৃক দেওয়ান নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে মহারানী কাঞ্চনপ্রভাদেবী নাবালকপুত্র কিরিট বিক্রমকিশোর মানিক্যের পক্ষে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির চুক্তি বা Tripura Merger Agreement স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে। ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান রঞ্জিৎকুমার রায় ত্রিপুরার প্রথম চিফ কমিশনার নিযুক্ত হন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ত্রিপুরা ভারতভুক্তির চুক্তিতে ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারি এলাকা চাকলা রোশনাবাদের উল্লেখ ছিল না, তাই এই অঞ্চল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান চালু হয়। সংবিধানে ভারতের রাজ্যগুলোকে ক,খ,গ এবং ঘ এই চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সংবিধান অনুসারে ত্রিপুরা ভারতের 'গ' শ্রেণির রাজ্যরূপে চিহ্নিত হয়। ১৯৫৬ সালের ৩১শে আগষ্ট রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরাকে একটি কেন্দ্রশাসিত ইউনিয়ন টেরিটরিতে পরিনত করা হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রশাসিত আইন (ইউনিয়ন টেরিটরি অ্যাক্ট) পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরারাজ্যে প্রথম মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় (১৯৬৩ খ্রী ১লা জুলাই) যাঁরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন তাঁদের নিয়েই বিধানসভা গঠিত হয় । সেই সময় থেকে টেরিটরিয়াল বা আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হয়। শচীন্দ্রলাল সিংহ ছিলেন ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিশটি আসন নিয়ে প্রথমে ত্রিপুরার বিধানসভা গঠন করা হয়।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে লোকসভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল আইন পাশ হয়ে যায়। এই আইন বলে ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মেঘালয় পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হয়। ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যে এই

আইন কার্যকরী হয় এবং সেদিন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণরাজ্যের মর্যাদালাভ করে। সাথে সাথে ত্রিপুরার লেফটেনেন্ট গভর্নরের পদটি রাজ্যপাল পদে উন্নীত হয়। বি.কে. নেহেরু ত্রিপুরার প্রথম রাজ্যপাল হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয় ৬০ জন। পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হবার পর ত্রিপুরার প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। পূর্ণরাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রী- সুখময় সেনগুপ্ত।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে ভারত সরকার সংবিধানের ৭ম তফসিল অনুসারে Tripura Tribal Areas Autonomous Distric Council （TTAADC） গঠন করে।

[লেখক:- শ্রী সুকান্ত চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক]

CLASS- X

POLITICAL SCIENCE – MARKS 20

HALF- YEARLY EXAMINATION: 2024-2025

BLUE PRINT OF DISTRIBUTION OF MARKS

Chapter	Chapter's Name	MCQ (1 Mark)	VSA (1 Mark)	SA (2 Marks)	LA (4 Marks	Total Marks
01	ক্ষমতার অংশীদারিত্ব Power Sharing	1x1	1x2	-	4x1	07
02	যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা Federalism	1x1	1x2	2x2	-	07
03	লিঙ্গ, ধর্ম এবং জাতি Gender, Religion and Caste	1x2	1x2	2x1	-	06
মোট নম্বর ও প্রশ্ন সংখ্যা **Total Marks and Question No.**		**1x(4)**	**1x(6)**	**2x(3)**	**4x(1)**	**20(14)**

PRE-BOARD/ BOARD FINAL EXAMINATION: 2024-2025

BLUE PRINT OF DISTRIBUTION OF MARKS

Chapter	Chapter's Name	MCQ (1 Mark)	VSA (1 Mark)	SA (2 Marks)	LA (4 Marks	Total Marks
01	ক্ষমতার অংশীদারিত্ব Power Sharing	1x1	1x1	2x1	-	04
02	যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা Federalism	-	1x2	2x1	-	04
03	লিঙ্গ, ধর্ম এবং জাতি Gender, Religion and Caste	1x1	1x1	2x1	-	04
04	রাজনৈতিক দল Political Parties	1x1	-	-	4x1	05
05	গণতন্ত্রের ফলাফল Outcomes of Democracy	1x1	1x2	-	-	03
মোট নম্বর ও প্রশ্ন সংখ্যা **Total Marks and Question No.**		**1x(4)**	**1x(6)**	**2x(3)**	**4x(1)**	**20(14)**

CLASS- X
SUB- GEOGRAPHY

HALF-YEARLY EXAMINATION 2024-2025

BLUE PRINT OF DISTRIBUTION OF MARKS

Mark- 20

Chapter	Contents	MCQ (1 Mark)	VSA (1 Mark)	SA-I (2 Marks)	SA-II (3 Marks)	Total Marks
01	সম্পদ ও উন্নয়ণ Resource and Development	1x2	1x3	–	-	05
02	বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ Forest and Wildlife Resource	1x1	1x1	-	-	02
03	কৃষি Agriculture	1x1	-	-	3x1	04
04	শ্রমশিল্প Manufacturing Industries	1x1	1x1	2x2	-	06
	Map Work	-	-	-	0.5x6=3	03
Total Marks		**1x5=5**	**1x5=5**	**2x2=4**	**3x1=3+3=6**	**20**

CLASS- X

SUB- GEOGRAPHY

LIST OF MAPS FOR HALF-YEARLY EXAMINATION- 2024-2024

Name of Chapters	Topics of Map Items
1. সম্পদ ও উন্নয়ন (Resource and Development)	প্রধান মৃত্তিকা অঞ্চলসমূহ (Areas of Major Soil types)
4. কৃষি (Agriculture)	* প্রধান ধান ও গম উৎপাদক অঞ্চল (Major areas of Rice and Wheat) * প্রধান ইক্ষু, চা, কফি, রাবার, তুলা ও পাট Major areas of Sugarcane, Tea, Coffee, Rubber, Cotton and Jute
6. শ্রমশিল্প (Manufacturing Industries)	*i) কার্পাস বয়ন শিল্পঃ মুম্বাই, সুরাট, আমেদাবাদ (Cotton Textile Industries- Mumbai, Surat, Ahmedabad) * ii) লৌহ ইস্পাত শিল্পঃ দূর্গাপুর, বোকারো, জামসেদপুর, ভিলাই (Iron & Steel Plants- Durgapur, Bokaro, Jamshedpur, Bhilai) * iii) সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক– নয়ডা, পুনে, ব্যাঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ (Software Technology Park- Noida, Pune, Bangaluru, Hyderabad)

CLASS- X

SUB- GEOGRAPHY- 20

PRE-BOARD/ BOARD FINAL EXAMINATION: 2024-2025

BLUE PRINT OF DISTRIBUTION OF MARKS

Mark- 20

Chapter	Topic	Periods	MCQ (1 Mark)	VSA (1 Mark)	SA-I (2 Marks)	SA-II (3 Marks)	Total Marks
1	সম্পদ ও উন্নয়ণ Resource and Development	08	1x1	1x1	-	-	02
2	বন ও বন্যপ্রাণী সম্পদ Forest and Wildlife Resource	07	1x1	1x1	-	-	02
3	জল সম্পদ Water Resources	07	1x1	1x1	-	-	02
4	কৃষি Agriculture	10	1x1	-	-	3x1	04
5	খনিজ ও শক্তি সম্পদ Minerals and Energy Resources	08	-	1x1	2x1	-	03
6	শ্রমশিল্প Manufacturing Industries	07	-	-	2x1	-	02
7	জাতীয় অর্থনীতির জীবনরেখাসমূহ Lifelines of National Economy	05	1x1	1x1	-	-	02
	মানচিত্র চিহ্নিতকরণ Map Work					3 (0.5x6)	03
Total Marks (Questions)			**1x5=5**	**1x5=5**	**2x2=4**	**3x2=6**	**20**

CLASS- X

SUB- GEOGRAPHY

LIST OF MAPS FOR PRE-BOARD/ BOARD FINAL EXAMINATION: 2024-2025

Name of the Chapters	Topics of Map Items
1. Resources and Development (সম্পদ ও উন্নয়ন)	Areas of Major Soil Types (প্রধান মৃত্তিকা অল্পসমূহ)
3 Water Resources (জল সম্পদ)	**Locating and Labelling:** * Bhakra Nangal (ভাকরা নাঙ্গাল) * Hirakud (হিরাকুঁদ) * Nagarjuna Sagar (নাগার্জুন সাগর)
4. Agriculture (কৃষি)	* Major areas of Rice and Wheat (প্রধান ধান ও গম উৎপাদক অঞ্চল) * Largest Major producing states of Sugarcane, Tea, Coffee, Rubber, Cotton and Jute (প্রধান ইক্ষু, চা, কফি, রাবার, তুলা ও পাট উৎপাদক অঞ্চল)
5. Minerals and Energy Resources (খনিজ ও শক্তি সম্পদ)	**i) Iron ore mines: (লৌহ খনি):** * Mayurbhanj (ময়ূরভঞ্জ) *Durg (দুর্গ) * Bailadila (বাইলাডিলা)
	ii) Coal Mines: (কয়লা খনি): * Raniganj (রানিগঞ্জ) * Bokaro (বোকারো) * Talcher (তালচের)
	iii) Oil Fields: (তৈল খনি): * Naharkatia (নাহারকাটিয়া) * Mumbai High (মুম্বাই হাই) * Ankaleshwar (আংকেলেশ্বর)
	iv) Power Plants: (বিদ্যুৎ কেন্দ্র): (a) Thermal-Namrup, Singrauli (তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নামরূপ, সিংগ্রাউলি) (b) Nuclear- Tarapur, Kalpakkam (পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র -তারাপুর, কালপক্কম)
6. Manufacturing Industries (শ্রমশিল্প)	**i) Cotton Textile Industries:** Mumbai, Surat, Ahmedebad. **(কার্পাস বয়ন শিল্প:** মুম্বাই, সুরাট, আমেদাবাদ)

	ii) Iron & Steel Plants: Durgapur, Bokaro, Jamshedpur, Bhilai **(লৌহ আকরিক শিল্প:** দূর্গাপুর, বোকারো, জামসেদপুর, ভিলাই)
	iii) Software Technology Parks: Noida, Pune, Bengaluru, Hyderabad **(সফটওয়ার টেকনলজি পার্ক:** নয়ডা, পুনে, ব্যাঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ)
7. Lifelines of National Economy (জাতীয় অর্থনীতির জীবনরেখাসমূহ)	**i) Major Sea Ports:** Kandla, Mumbai, Marmagao, Chennai, Bishakhapatnam, Haldia **(প্রধান সমুদ্র বন্দর:** কান্ডলা, মুম্বাই, মার্মাগাঁও, চেন্নাই, বিশাখাপত্তনম, হলদিয়া)
	ii) International Airports: **(আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর):** * Delhi- (Indira Gandhi) (দিল্লি– (ইন্দিরা গান্ধী) * Mumbai- (Chhatrapati Shivaji) (মুম্বাই– ছত্রপতি শিবাজী) * Chennai- (Meenam Bakkam) (চেন্নাই– মিনমবক্কম) * Kolkata- (Netaji Subhash Chandra Bose) (কলকাতা– নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু)

CLASS- X

SUB- SOCIAL SCIENCE (ECONOMICS)- 20

HALF-YEARLY EXAMINATION: 2024-2025

BLUE-PRINT OF DISTRIBUTION OF MARKS

Unit	Topic	MCQ (1 Mark)	VSA (1 Mark)	SA (2 Marks)	LA (4 Marks	Total Marks
1	Development	1x2	1x2	2x2	-	08
2	Sectors of Indian Economy	1x3	1x3	2x1	4x1	12
	Total	**05**	**05**	**06**	**04**	**20**

PRE-BOARD/ BOARD FINAL EXAMINATION: 2024-2025

BLUE-PRINT FOR MARK DISTRIBUTION

Unit	Topic	MCQ (1 Mark)	VSA (1 Mark)	SA (2 Marks)	LA (3 Marks	Total Marks
1	Development	1x1	1x1	-	3x1	05
2	Sectors of Indian Economy	1x1	1x2	2x1	-	05
3	Money & Credit	1x1	1x1	-	3x1	05
4	Globalization and the Indian Economy	1x2	1x1	2x1	-	05
	Total	**05**	**05**	**04**	**06**	**20**